প্রথম আলো

11 OCT 2013

১২ ২

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শক্তি প্রদর্শনের এই মহড়া বন্ধ হোক

মহাজোট সরকারের আমলে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কম-বেশি অস্থিরতা চললেও, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বুধবার যা ঘটছে, তা নজিরবিহীন ও ন্যক্কারজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষক সমিতির মুখোমুখি অবস্থানে শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষাই ব্যাহত হচ্ছে না, তাঁদের শিক্ষাজীবনেও ফেলেছে কালো ছায়া। এই ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এক শিক্ষার্থী জীবন দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আন্দোলন করে একজন উপাচার্যকে সরিয়েছেন এবং আরেকজন উপাচার্যকে অপসারণের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালাচ্ছেন। তাঁকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। এর শেষ কোথায়?

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নিশ্চয়ই ট্রেড ইউনিয়ন নয় যে ধর্মঘট বা অবরোধ করেই তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে হবে? শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন জিম্মি করে শিক্ষকদের আন্দোলন চলতে পারে না। শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বুধবার সেখানে শিক্ষক ও উপাচার্যের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে এবং সরকার-সমর্থক ছাত্রসংগঠনটি আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়েছে বলে পত্রিকায় খবর এসেছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এর চেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা আর কী হতে পারে?

শিক্ষকদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু তাঁদের আন্দোলন দমন করতে সরকার-সমর্থক ছাত্রসংগঠনটিকে মাঠে নামানো হীন মানসিকতারই পরিচয়। এ ব্যাপারে আমরা উপাচার্য ও প্রশাসনের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করছি। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শক্তি প্রদর্শনের জায়গা নয়। আবার শিক্ষক সমিতিও দাবি আদায়ের জন্য উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করার মতো যে চরম পন্থা বেছে নিয়েছে, তারও বিরোধিতা করছি।

অনেক হয়েছে, আর নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অচলাবস্থা চলছে, অবিলম্বে তার অবসান চাই। সেখানে এক দিনের জন্যও ক্লাস-পরীক্ষা কিংবা প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রাখা যাবে না। শিক্ষকদের অন্যায় দাবির কাছে প্রশাসন নতি স্বীকার করবে না ঠিকই; কিন্তু তাঁদের ন্যায়সংগত দাবি মেনে নিতে বাধা কোথায়?

বুধবারের ন্যক্কারজনক ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হোক। যারা শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়েছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসুক—এটাই সবার প্রত্যাশা।